বিভাগ :- ইতিহাস (অনার্স)
সেমিস্টার - 4th
পেপার - IX   শিক্ষকের নাম :- Partha Roychowdhury

① * শিবাজির উত্থানের পটভূমি আলোচনা করো।

• এম.জি. রানাডে তাঁর 'রাইজ অব দ্য মারাঠা পাওয়ার' গ্রন্থে শিবাজির উত্থানের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিবাজি আবির্ভাবের আগে মারাঠা শক্তি অনেকটা ক্রিয়াশীল, শিবাজি এই গতিটাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেন।

■ শিবাজির উত্থান ও সাফল্যের পিছনে মহারাষ্ট্রের মারাঠা, কুনবী, কোলি ও অন্যান্য উপজাতীয় কৃষক শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই সব শ্রেণীর মানুষ শিবাজির সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়ে শিবাজির সাফল্যের ভিত্তি রচনা করেন। এই সব শ্রেণীর মানুষ শিবাজির সঙ্গে যুক্ত ছিলো কারন শিবাজি প্রচলিত জায়গিরদারি ও জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে মহারাষ্ট্রে কৃষক শ্রেণীকে অত্যাচার ও শোষনের হাত থেকে মুক্ত করে ছিল।

■ শিবাজির উত্থানের কারন হিসাবে মহারাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থান অনেকটাই সহায়ক ছিল। উত্তর থেকে দক্ষিনে বিস্তৃত সহ্যাদ্রি পর্বতমালা, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং নর্মদা ও তাপ্তি নদী ও অসংখ্য পর্বত-সঙ্কুল দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত মহারাষ্ট্র যে কোনও বিদেশি আক্রমনের বিরুদ্ধে পূর্ন সুরক্ষিত। সারা দেশ পর্বত বেষ্টিত হওয়াই গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী এবং বিদেশি কোনও শক্তির পক্ষে এখানে জয়ী হওয়া একেপ্রকার অসম্ভব ছিল।

■ মারাঠা জাতির সামাজিক সাম্য বোধ শিবাজির উত্থানকে অনেকটা সাহায্য করেছিল। ষোড়শ শতকে অন্যান্য জাতির মতো মারাঠা জাতির মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ছিল না। মারাঠা জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল কিন্তু তেমন প্রকট ছিল ছিল না। সামাজিক ঐক্য শিবাজির

উত্থানকে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

■ মোড়শ শতকের ভক্তিবাদী আন্দোলন মহারাষ্ট্রের জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে তাদের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবোধ জাগরিত হয়। একনাথ, তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত প্রমুখ সাধকদের প্রচারে ফলে প্রাচীন সামাজিক বিভেদগুলি ভেঙে পড়ে এবং ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ মারাঠিদের মধ্যে এক একতাবোধ গড়ে ওঠে। যা ফলস্বরূপ শিবাজির উত্থানের পথ অনেকটা পিচ্ছিল হয়।

■ শিবাজির উত্থান ও মারাঠা জাতির জাগরণে মারাঠা ভাষা সাহিত্যের অবদানও অনস্বীকার্য নয়। তুকারামের 'অভঙ্গ', রামদাসের 'দাসবোধ' ও 'আনন্দ-বন-ভুবন' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মারাঠা সমাজে ঐক্যবোধ জাগ্রত করে। মারাঠা সমাজের ঐক্যের সকল উপাদান ছিল কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল। সেই স্থান পূর্ণ করেছিল শিবাজি।

Marks-2

① শিবাজির অভিষেক কোথায় এবং কবে হয়েছিল? তিনি কী উপাধি নিয়েছিলেন?

■ ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জুন মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে শিবাজির অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল।

■ তিনি 'ছত্রপতি ও গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি নিয়েছিলেন।

② শিবাজির অভিভাবক ও গুরুদেবের নাম কী?

■ শিবাজির অভিভাবক ছিলেন → দাদাজি কোণ্ডদেব।

■ শিবাজির গুরুদেব ছিলেন → রামদাস।

③ শিবাজির 'পতাকা', ছুরি, 'তরবারির' নাম কী?

■ শিবাজির পতাকার নাম → ভাগোয়া ঝান্ডা।

■ শিবাজির 'ছুরি' নাম → বিছুয়া।

■ শিবাজির তরবারির নাম → ভবানী।

④ বার্গীর ও শিলাদার বলতে কী বোঝ?

■ শিবাজির অশ্বারোহী বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা 'বার্গীর' ও 'শিলাদার'। বর্গীরা ছিল সরকারি বাহিনী। তাঁরা যুদ্ধের সময় বেতন, পোশাক ও অস্ত্র প্রভৃতি পেত। শিলাদাররা সরকারি বাহিনী হলেও যুদ্ধের সময়েই শুধু অর্থ পেত। তারা নিজস্ব অশ্ব ও অস্ত্র যুদ্ধে সময় জোগাড় করে নিত।

Scanned with CamScanner

② শিবাজির শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ।

• সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শিবাজির কৃতিত্ব তাঁর সমরকুশলতার থেকে কোন অংশে কম ছিল না। বিচ্ছিন্ন মারাঠা সাম্রাজ্যকে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় রূপ দেন। শিবাজি শাসন ব্যবস্থা সমকালীন শাসন ব্যবস্থা থেকে উন্নত ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক স্মিথ শিবাজির সাম্রাজ্যকে 'দস্যু রাষ্ট্র' বলেছেন। অন্য দিকে রোলিন-সন শিবাজিকে নেপোলিয়নের সাথে তুলনা করেছেন। নানা সমালোচনা থাকলেও শিবাজি শাসন ব্যবস্থা যে সমসাময়িক অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে আলাদা ছিল এবং উন্নত ছিল সে বিষয়টি ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন।

• শিবাজি স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও কখনই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁর শাসন ব্যবস্থার মূল নীতিই ছিল প্রজাদের কল্যানসাধন করা। এ ব্যাপারে তিনি আহম্মদনগরের বিখ্যাত প্রশাসক মালিক অম্বরের শাসনব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়া মোগল নজির ও তার সামনে ছিল।

• শিবাজির শাসন ব্যবস্থায় মারাঠা রাজ্য দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল - 'স্বরাজ্য' ও 'মুলকগিরি'। তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলকে 'স্বরাজ্য' বলা হত। যে সব অঞ্চল শিবাজির বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে নিয়মিত কর দিত, বা মারাঠা সৈন্যরা যে সব অঞ্চলে নিয়মিত লুটতরাজ চালাত বা কর আদায় করত। সেগুলিকে বলা হত মুলকগিরি। শিবাজি স্বরাজ্য অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখেন।

• শিবাজি শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশকিছু নীতি গ্রহন করেন। যেমন তিনি শাসন ব্যবস্থায় সর্বেসর্বা হলেও অষ্টপ্রধান নিয়োগ করেন। এই অষ্টপ্রধানরা শিবাজিকে সব সময় পরামর্শ দিতেন। এই অষ্টপ্রধানরা হলেন — (i) পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী (ii) অমাত্য বা রাজস্বমন্ত্রী (iii) মন্ত্রী (iv) দবীর বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী (v) সচিব বা সর্নাবিস (vi) পন্ডিতরাও বা ধর্মাধ্যক্ষ (vii) ন্যায়াধীশ (viii) সেনাপতি বা সর-ই-নৌবৎ। বলা বাহুল্য এই আটজন মন্ত্রীর মধ্যে সেনাপতি ছাড়া সবাই ছিল ব্রাহ্মন। ন্যায়াধীশ ও পন্ডিতরাও ব্যতীত সকল মন্ত্রীকে নিজ নিজ দপ্তরের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো।

• শিবাজি প্রজাদের কাছে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের সকল জমি জরিপ করে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে প্রথমে শস্যের ৩০% কর. পরে অন্যান্য সকল কর প্রত্যাহার করে উৎপন্ন শস্যের ৪০% রাজস্ব হিসেবে আদায় করতেন। প্রজারা দুভাবে কর দিতেন কখন নগদে কখন শস্যের মাধ্যমে। শিবাজি 'মহাতরফা' ও 'জাকাত' নামক কর সংগ্রহ করতেন। বনিকদের কাছ থেকে মহাতরফা আদায় করা হতো। এছাড়া বাজারের প্রতিটি জিনিসের ক্রয় বিক্রয় থেকে জাকাত আদায় করা হত। এছাড়া শিবাজি পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে চৌথ ও সরদেশমুখি আদায় করতেন।

Scanned with CamScanner

○ শিবাজি কোন স্থায়ী বিচারালয় স্থাপন করেননি। গ্রামের বিচার নিষ্পন্ন করত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। ফৌজদারি বিচারের ভার ছিল গ্রাম প্রধান বা প্যাটেল - এর ওপর। আপিলের বিচার করতেন 'ন্যায়াধীশ'। 'হাজির মজলিস' নামে একসভা বা বিচারালয় ছিল চূড়ান্ত আপিল আদালত।

○ শিবাজির শাসনের প্রথম দিকে স্থায়ী সেনাদল ছিল না। তিনি স্থায়ী সেনাদল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর সেনাদল মূলত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে 'বর্গী' ও 'শিলাদার' দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বর্গীদের সরকার থেকে অস্ত্র, পোশাক ও অশ্ব দেওয়া হত। শিলাদাররা নিজ দায়িত্বে সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদি সংগ্রহ করত।

---

① অষ্টপ্রধান বলতে কী বোঝ? Marks - 2

→ শিবাজি ছিলেন স্বাধীন মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জনকল্যাণ কামী রাজ্যের জন্য আটজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। যারা অষ্টপ্রধান নামে পরিচিত ছিলেন। সেই আটজন মন্ত্রী হলেন - পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রি, অমাত্য বা আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষক, ওয়াকিয়া নবীশ বা রাজার দেহরক্ষী, সুমন্ত্র বা পত্রলেখক, দবীর বা বিদেশ মন্ত্রী, সেনাপতি বা প্রধান সেনাপতি, পণ্ডিতরাও বা ধর্মীয় ও দাতব্য সচিব, ন্যায়াধীশ বা প্রধান বিচারক।

বিভাগ:- ইতিহাস (অনার্স)
সেমিস্টার:- 4th
পেপার:- IX শিক্ষকের নাম:- Partha Roy Chowdhury

○ স্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ :-

* ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের সার্বিক অবক্ষয়ের দিনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। এই রাজ্যগুলি নামে মাত্র মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করে চললেও কার্যত তারা স্বাধীনই ছিল। এই রাজ্যগুলি হল বাংলা, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা। এই সময় আরো বেশ কিছু স্বাধীন রাজ্য ছিল- যেমন মারাঠা, শিখ, জাঠ। রাষ্ট্রের উদ্ভব পিছনে বেশ কিছু কারনও ছিল। অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় রাজনীতিতে এই রাজ্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ছিল। এই সময় এই রাজ্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

* হায়দ্রাবাদ:- দাক্ষিনাত্যের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন মুঘল অভিজাত মীর-কামার-উদ্দিন চিন কিলিচ খাঁ। তিনি নিজাম-উল-মুলক 'আসফ ঝাঁ' নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর পরিবার সমরখন্দ থেকে ভারতে আসেন এবং মোগল দরবারে কাজে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর পিতার নাম ছিল গাজী ফিরোজ জং। খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বোখরা থেকে ভাগ্যান্বেষন ভারতবর্ষে আসেন। কিলিচ খাঁর পিতা গাজী উদ্দিন ফিরোজ জং ও পিতামহ খাজা আবিদ শেখ-উল-ইসলাম ঔরঙ্গজেবের প্রশাসনে যোগদান করেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে চিন কিলিচ খাঁ-র রাজনৈতিক উন্নতির সূচনা হয় এবং ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি তুরানি দলের অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন।

Scanned with CamScanner

* ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সিংহাসনে বসেন বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহ তাঁকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। পরে ফারুকশিয়ার সিংহাসনে বসে তাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 'খান-খানান' ও 'নিজাম-উল-মুলক বাহাদুর ফতে জঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে 'উজির' -এর পদশূন্য হলে মহম্মদ শাহ তাঁকে উজীর নিযুক্ত করেন এবং ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত তিনি এপদে বহাল ছিলেন। এই পদে থাকাকালিন তিনি কিছু সংস্কার মূলক নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্রাটের বিরোধিতা করার জন্য তিনি পদত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান এবং সেখানেই নিজের ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

* নিজামের এই আচরণে তাঁর শত্রুরা সম্রাটকে বোঝায় যে নিজাম সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এর ফলে সম্রাটের নির্দেশের হায়দ্রাবাদের সহকারী শাসনকর্তা মুবারিজ খান নিজামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে শাকর খেদা যুদ্ধে মোগল বাহিনী ধ্বংস হয় এবং মুবারিজ খান নিহত হন। মহম্মদ শাহ নিজামকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হিসাবে মেনে নেন। এর ফলে নিজাম 'আসফ জা' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এই সময় থেকে স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

* <u>অযোধ্যা</u> :- অষ্টাদশ শতকে মুঘল সম্রাটের অবক্ষয় ও ভাঙনের যুগে গড়ে-ওঠা স্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্যগুলির অন্যতম ছিলেন অযোধ্যা। ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে অযোধ্যা রাজ্যটি

উত্তর-ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খাঁ। তাঁর আসল নাম মীর মহম্মদ আমিন। আদি নিবাস ছিলেন পারস্যের খোরাসান অঞ্চল। ভাগ্যান্বেষণে তিনি ভারতে আসেন এবং মুঘল দরবারী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৭১০-১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সারবুলন্দ'র অধীনে কর্মরত ছিলেন। সম্রাট ফারুকশিয়ারের আমলে তিনি হিন্দাওন ও বায়ানার প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন। ১৭২০ খ্রি: তিনি অভিজাত হিসেবে সম্রাটের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৭২৪ খ্রি:) সম্রাট তাঁকে অযোধ্যায় সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। তিনি 'বুরহান-উল-মুলক' উপাধিতে ভূষিত হন।

* সাদাত খাঁ ছিলেন সু-যোদ্ধা ও দক্ষ সেনাপতি। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্দশার সুযোগে তিনি অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধ রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা নেন। সাদাত খাঁ প্রথমেই আইনশৃঙ্খলা পুন:-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কৃষিক্ষেত্র হিসেবে অযোধ্যা ও সন্নিহিত অঞ্চল ছিল উর্বর। স্থানীয় জমিদাররা যথেষ্ট অর্থ ও শক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রায় প্রতিটি জমিদার নিজস্ব দুর্গ ও সশস্ত্র বাহিনীর অধিকারী ছিলেন।

* সাদাত খাঁ রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগী হন। তিনি নিজস্ব আমিলের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। আমিলদার দের অত্যাচারে কৃষক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ছিল। সাদাত খাঁ তা বন্ধ করেন।

Scanned with CamScanner

১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি অযোধ্যায় নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন। সাদাত খাঁ জায়গির মহলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহন করেন। জায়গিরদারের প্রাপ্য রাজস্ব তিনি যথাসময়ে তাঁদের প্রাপ্য পেয়ে যান, অযোধ্যায় স্থানীয় প্রশাসনের ওপর জায়গিরদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন দ্বারা নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার আমলে জায়গির ব্যবস্থা বিলুপ্তির পথে যায়।

— —

* এটি পড়লে যে প্রশ্ন গুলির উত্তর পাবে —

(i) অযোধ্যা রাজ্যের উত্থান সম্পর্কে কী জানো?

(ii) হায়দ্রাবাদ রাজ্যের উত্থান সম্পর্কে কী জানো?

(1) 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' বলতে কী বোঝ?

■ মারাঠা রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল এই অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্য শিবাজি তাঁর প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি থেকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' দুই প্রকার কর আদায় করতেন। চৌথ হল ওই অঞ্চলের আদায়ীকৃত রাজস্বের এক চতুর্থাংশ এবং সরদেশমুখী ছিল এক দশমাংশ।

(2) প্রথম তিনজন পেশোয়া-র নাম লেখো।

■ প্রথম তিনজন পেশোয়া হলেন —
বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩ - ২০ খ্রি:)
প্রথম বাজীরাও (১৭২০ - ৪০ খ্রি:),
বালাজী বাজীরাও (১৭৪০ - ৬১ খ্রি:)।

③ 'পাঁচ ক' কী ? কে কী কারণে এটি প্রচলন করেন ?

□ তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দ সিং পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে শিষ্যদের নিয়ে 'খালসা' সংবিধান গড়ে তোলেন এবং পাহুল বা দীক্ষা প্রথা চালু করেন। তিনি শিখ জাতির মধ্যে সামরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে 'পাঁচ ক' নির্দেশ দেন। 'পাঁচ ক' -এর অর্থ হল — কেশ (চুল), কাচ্ছা (চোস্ত পাজামা), কড়া (বালা), কৃপাণ (তরবারি), কাঙ্খা (চিরুনি)।

④ মুর্শিদকুলি খাঁ প্রকৃত নাম কী ?

□ মুর্শিদকুলি খাঁর প্রকৃত নাম হল — মহম্মদ হাদী।

⑤ মুর্শিদকুলি খাঁ কত খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান ও সুবাদার নিযুক্ত হন ?

□ মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০০ খ্রিঃ বাংলার দেওয়ান ও ১৭১৭ খ্রিঃ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

⑥ মোগল যুগে 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়' কাদের বলা হত ?

□ মোগল যুগে সৈয়দ হুসেন আলি ও সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ কে বলা হত 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়'।

Scanned with CamScanner

⑦ শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে? শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

■ শিখ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গুরু নানক।
■ শিখদের ধর্মগ্রন্থ হল 'গ্রন্থসাহেব'।

⑧ পুরন্দরের সন্ধি কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল?

■ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের 22 জুন মারাঠা বীর শিবাজি ও মোগল সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ-র মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি হয়েছিল। এই সন্ধির শর্তানুসারে শিবাজি—

i) মোগল সার্বভৌম স্বীকার করে নেন।
ii) 23টি দুর্গ ও কয়েকটি জেলা — যেখান থেকে বার্ষিক 20 লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হতে পারে,
iii) বিজাপুরের বিরুদ্ধে মোগলদের সাহায্য দানে সম্মত হন।

⑨ স্বরাজ্য ও মুলুকগিরি বলতে কী বোঝ?

□ শিবাজির মারাঠা সাম্রাজ্য দুই ধরনের অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠে ছিল। যথা- ⓘ স্বরাজ্য ⓘⓘ মুলুকগিরি। শিবাজির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকাকে বলা হত 'স্বরাজ্য', এবং করদরাজ্য বা যে সব অঞ্চলে মারাঠা সেনারা লুটপাট চালাত তাকে মুলুকগিরি বলা হত।

⑩ শিবাজির সাম্রাজ্যকে 'দস্যুরাষ্ট্র' কে বলেছেন? অষ্টপ্রধানের অপর নাম কী?

□ শিবাজির সাম্রাজ্যকে ঐতিহাসিক স্মিথ 'দস্যুরাষ্ট্র' বলেছেন।
□ অষ্টপ্রধানের অপর নাম ছিল রাজমণ্ডল।

Scanned with CamScanner

□ শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় :-

□ ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। সে ধর্ম গোষ্ঠির বিরূপতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছিল, তা হল শিখদের মোগল-বিরোধী অভ্যুত্থান। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি নিঃসন্দেহে শিখদের সাথে মোগলদের প্রত্যক্ষ সংঘাতে সৃষ্টি করেছিল। তবে ঔরঙ্গজেবের আমলে এর চরম রূপ নিলেও শিখদের সঙ্গে মোগলদের সংঘাতের বীজ অনেক দিন আগেই বপন করা হয়েছিল। তবে ঔরঙ্গজেবের দুর্ভাগ্য সে মুঘল বিরোধী ধর্মীয় অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে তাঁর নামটাই সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়।

□ গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিঃ) শিষ্যরা 'শিখ' নামে পরিচিত। নানকের ধর্মের মূল কথা ছিল ঈশ্বর এক, গুরু নির্ভরতা এবং নামজপ। গুরু নানকের মতে গুরু হল সমুদ্র বিশেষ এবং গুরুর শিষ্য অর্থাৎ শিখগন হলেন নদী। তিনি শিষ্যদের নাম জপ করার উপদেশ দেন। গুরু নানকের শিষ্যদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি জপজি রচনা করেছিলেন। এই সময় থেকে পাঞ্জাবে শিখদের উদ্ভব হয়।

□ নানকের মৃত্যুর পর থেকেই শিখ-সম্প্রদয়ের প্রধান ব্যক্তি 'গুরু' আখ্যায় ভূষিত হন। নানকের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদই শিখ গুরু (১৫৩৮ - ৫২ খ্রিঃ) পদে আসীন হন। তিনি লঙ্গর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি গুরুমুখী ভাষা ও লিপিতে গুরু নানকের স্মৃতিকথা সংকলন করেন। তিনি শিখদের

অর্থাৎ ঐক্য স্থাপনের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। সেই জন্য 'লঙ্গরখানা' স্থাপন করেন।

□ গুরু অঙ্গদের পর গুরু পদে বসেন অমরদাস (১৫৫২ – ১৫৭৪ খ্রি:)। তিনি তাঁর কাজে ক্ষেত্র গোইন্দওয়াল স্থানান্তরিত করেন। গুরু অঙ্গদের প্রিয়শিষ্য অমরদাসের সঙ্গে মোগল সম্রাট আকবরের ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যকে ২২টি মঞ্জিলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি মঞ্জিলে দায়িত্ব একজন শিষ্য-এর হাতে অর্পন করেন।

□ পরবর্তীতে গুরু হন অমর দাসের পুত্র স্নেহের পালিত জামাতা রামদাস ((১৫৭৪ - ১৫৮১)। তাঁর বাল্যের নাম ছিল সোর্ঠি। তাঁর স্ত্রী হলেন গুরু অমর দাসের কন্যা বিবিভানি। মোগল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে যে জমি রামদাস দান তা দিয়ে তিনি 'অমৃতসর' নির্মান করেন। তিনি নতুন শহর রামদাসপুর নির্মান করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি তাঁর শিষ্যকে আগ্রায় পাঠান।

□ ১৫৮১খ্রি: রাম দাসের পুত্র অর্জুন (১৫৮১ – ১৬০৬ খ্রি:) গুরু পদে বসেন। তিনি শিখ পন্থ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ধর্ম থেকে শিখ ধর্মকে পৃথক করে স্বাতন্ত্র্যতা দেন। তিনি অমৃতসর হ্রদে হরমন্দির সাহিব নির্মান করেন। অমৃতসর ও সন্তোষসর পুকুরের খননকার্য তাঁর সময় শেষ হয়। তিনি জাহাঙ্গিরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে আশ্রয় দেওয়ার কারনে ১৬০৬ খ্রি সালে

জাহাঙ্গীর তাঁকে হত্যা করেন। এই সময় থেকে মোগলদের সঙ্গে শিখদের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে।

□ গুরু অর্জুনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন হরগোবিন্দ (১৬০৬ - ৪৫ খ্রিঃ) তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্ব আর বিচক্ষণতার দ্বারা চরম শাস্তি এড়াতে পারলেও প্রায় বারো বছর গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী জীবন কাটান। বন্দি দশা থেকে মুক্তি লাভ করার পর তিনি নামজপের সাথে সাথে সামরিক বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনকে শিখদের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য রূপে গ্রহন করেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহনের দৃঢ় মানসিকতা তাঁকে মুঘল বিরোধি ও যুদ্ধমুখী করে তোলে। শাহজাহানের সিংহাসনারোহনের পর তিনি মুঘলের সাথে প্রকাশ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ১৬২৮ খ্রিঃ শিখদের হাতে মোগলরা পরাজিত হয়। কর্তারপুরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মোগল বিশাল শক্তি নিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। এর ফলে শিখরা পরাজিত হয়। হরগোবিন্দ কিরাতপুর পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করতে বাধ্য। হরগোবিন্দই ছিলেন প্রথম শিখ গুরু যিনি সামরিক জীবনযাপনে বাধ্য হন।

□ এর পর গুরু পদে আসীন হন হররায় (১৬৪৫ - ৬১ খ্রিঃ)। তাঁর ধর্মশাসন ছিল ধীর এবং গম্ভীর। শাহজাহানের পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় তিনি দারার পক্ষে সমর্থন করেন। ফলে পরবর্তী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। নিজপুত্রকে জামিন হিসাবে মোগল দরবারে পাঠাতে হয়েছিল। অবশ্য বাদশাহ যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন এবং কিছু দিন পর তাঁকে মুক্তি দেন।

□ হররায়ের মৃত্যুর পর গুরু পদকে কেন্দ্র করে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে বিরোধ বাধে। কথিত আছে এই সময় গুরু নির্বাচনের দায়িত্ব ঔরঙ্গজেবের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঔরঙ্গজেব হরকিষেন কে গুরু পদে নিয়োগ করেন।

□ হরকিষেনের মৃত্যুর পর শিখ পন্থে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত তেগবাহাদুর গুরুপদে বসেন। পিতার মত নম্রতা বা পুত্র গোবিন্দ সিংহের মতো উন্নত মন তেগবাহাদুরের ছিল না। আনন্দপুর তাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঔরঙ্গজেব তেগবাহাদুর কে ইসলাম ধর্ম গ্রহনের জন্য বললে তিনি তা অস্বীকার করেন। তখন তেগবাহাদুরকে ঔরঙ্গজেব যেকোন একটি পথ বেছে নিতে বলেন। বলেন যে হয় মুসলিম ধর্ম গ্রহন করতে হবে না হয় মৃত্যুবরন করতে হবে। তেগবাহাদুর দ্বিতীয় পথটি বেছে নেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে হাতির পায়ের তলায় পিষে হত্যা করেন।

□ তেগবাহাদুরের মৃত্যুবরন শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন প্রেরনা আনে। বস্তুত ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে শিখ-মুঘল সংঘাতের সূত্রপাত। কিন্তু এর ~~পর~~ আগে মোগল সংঘাত ছিল শিখ গুরুর প্রানদন্ড হয়েছে। কিন্তু নিছক ধর্মীয় কারনে শিখ গুরু কে হত্যা করেন। এই জন্য শিখদের সাথে সরাসরি সংঘাত শুরু হয়ে পড়ে। এর পর গুরুপদে বসেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। তিনি ১৬৯৯ খ্রিঃ খালসা পন্থ প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ ৫ জন

শিষ্যকে নির্বাচিত করেন। এঁরা শিখধর্মের মর্যাদারক্ষার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জনের অঙ্গীকার করেন। এদের বলা হয় 'পাঁচপিয়ারে'। তিনি শিষ্যদের পাঁচটি 'ক' ধারণের কথা বলেন। যথা — কেশ, কৃপাণ, কচ্ছ, কাঙ্ঘা ও কড়া। তাঁর আত্মজীবনীর নাম হল — 'বিচিত্র নাটক' গুরু গোবিন্দ শিখ জাতিকে সবল বলিয়ান করেন। গুরু গোবিন্দ উপলব্ধি করেন যে মোগল কর্তৃত্ব থেকে কিছুটা দূরে এবং দুর্গম প্রদেশে অবস্থান করে মুঘল বিরোধী কার্যকলাপ চালানো সহজ হবে। তাই তিনি পার্বত্য অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করেন। এইরূপ তিনটি দুর্গ হল — আনন্দপুর, পাওনাটা, চামকৌর।

এই সকল দুর্গ থেকে তিনি স্থানীয় অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এতে পার্বত্য অঞ্চলের রাজ্যের শাসকেরা গোবিন্দ সিংহের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা মোগলদের সাহায্য চান। এছাড়া গোবিন্দ সিংহের সাফল্যে মুসলিম সমাজ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাই ঔরংজেব লাহোর ও সরহিন্দের মুঘল শাসকদের গুরু গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পাঠান। সংঘর্ষে তার দুইপুত্রের মৃত্যু হয়। অধিকাংশ সৈন্য মারা যায়। গুরু গোবিন্দ কোনক্রমে ছদ্মবেশে ভাতিন্দায় পালিয়ে যান। সেখানে থেকে এবং হান্সি ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্তী 'দমদমা' নামক স্থানে অবস্থান শুরু করেন। তিনি পুনরায় 'খালসা' বাহিনীকে সংগঠিত করেন।

গুরু গোবিন্দ মারা যান ১৭০৮ খ্রি: ।

এটি পড়লে যে প্রশ্নগুলি তুমি উত্তর দিতে পারবে —

① শিখদের গুরুর সম্পর্কে কী জানো ?

② গুরু গোবিন্দ সিংহের সামরিক জীবন সম্পর্কে লেখ ।

③ 'পাহুল' কী ?

④ গুরু গোবিন্দ কোন কোন স্থানে দুর্গ নির্মান করেন ?

———

Scanned with CamScanner